চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

পরিচালক (ট্রাফিক) এর দপ্তর

নথি নং- ডিটি/শিপ/করোনা ভাইরাস/২০২০/৯০৫২ তারিখ- /০৪/২০২০ ইং।

প্রেসিডেন্ট
চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, আগ্রাবাদ বা/এ
চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রার্দুভাবের সময়ে ও আসন্ন পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বিভিন্ন আমদানীকারকগণ কর্তৃক আনীত এফসিএল/এলসিএল কন্টেইনার ও কার্গো দ্রুত ডেলিভারী দেওয়া প্রসঙ্গে।

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা পুরোপুরি অনুসরণ করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ২৪/৭ তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২৭ শে মার্চ, ২০২০ থেকে শুরু করে ৭ই এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে ৩২,৫০৬ TEUs কন্টেইনার আমদানি হয়েছে এবং ১৪,১৪৭ TEUs ভরা ও ১৫,১৫৫ TEUs খালি কন্টেইনার রপ্তানি হয়েছে। দেশের আমদানী-রপ্তানিকারক তথা আপনাদের অধিভুক্ত ব্যবসায়ীগন বিশেষ করে বিজিএমইএ এর কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।

বিশ্বের যে কোন বন্দরের ন্যায় চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার সংরক্ষণের একটি নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। সাধারণতঃ আমদানি কন্টেইনার জাহাজ থেকে নেমে কন্টেইনার ইয়ার্ডে সংরক্ষণের পর আমদানিকারক শুল্ক কর পরিশোধ করে বন্দর হতে কন্টেইনার ডেলিভারী নিয়ে যায়। ডেলিভারী হয়ে যাওয়া ইয়ার্ডের ঐ খালি স্থানেই পুনরায় জাহাজ হতে আমদানি কন্টেইনার নামিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সাইকেল।

কিন্তু হিসেব করে দেখা গেছে, গত ২৭ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ৩২,৫০৬ TEUs আমদানি কন্টেইনার জাহাজ থেকে নামিয়ে রাখলেও এর বিপরীতে আপনাদের সংগঠনভুক্ত আমদানিকারকগণ তাদের পণ্য সামগ্রী ডেলিভারীর পরিমাণ স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। এতে চট্টগ্রাম বন্দরের ধারণ ক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে চট্টগ্রাম বন্দরে ধারণ ক্ষমতার তুলনায় অতিরিক্ত কন্টেইনারের চাপ পড়বে। ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিক সময় ফিরে আসার পর আমদানি-রপ্তানিকারকগণকে পূর্ণ সহযোগিতা করা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষে দুরূহ হবে। তাই বিশেষ ব্যবস্থায় Working Floor খোলা না রাখলেও কেবলমাত্র ওয়ারহাউজ খোলা রেখে আপনার সংগঠনভুক্ত সদস্যগণকে আমদানি কন্টেইনার ডেলিভারী নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিষয়টি বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এ বিষয়ে আপনার সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

পরিচালক (ট্রাফিক)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

অনুলিপিঃ-সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দেয়া গেল(জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নহে):

১। পিএস টু সচিব, সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
২। পিএস টু সচিব, সচিব, বানিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩। পিএ টু চেয়ারম্যান,চেয়ারম্যান,চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য দেয়া হলো।

পরিচালক (ট্রাফিক)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

Scanned by CamScanner